খেলার সাথী

যোগীন্দ্রনাথ সরকার

শৈব্যা প্রকাশন বিভাগ ঃ
৮৬/১ মহাত্মা গান্ধী রোড,
কলিকাতা-৯

খেলার সাথী

সূচীপত্র

চুপ

চুপ্ ! চুপ্ ! আমি এখন 'খেলার সাথী' পড়ছি,
ফের যদি গোলমাল করিস তো দেখতে পাবি !

সেই ভাল

আমি যদি হতাম কুকুর,
তুমি হতে চারু,
ভেব না যে সুখটা বেজায়
বেড়ে যেত কারু !
তোমায় তখন পড়তে হত
সন্ধ্যা-সকাল বেলা,
লিখতে হত ক, খ, গ, ঘ,
ভুলতে হত খেলা ।
পাঁচ দ্বিগুণে কত হয়,
এক ডাকে না হলে,

রামা শ্যামা এসে তোমার
কানটা দিত মলে ।
আর, আমায় তখন বুলতে হত
বকলেস্টা পরে ;
ভালবেসে ডাকত না কেউ
খাবার হাতে করে !
এমন ঘরে থাকতে হত—
ভূতের মতো কালো ;
তার চাইতে যেমন আছি,
তেমনি থাকাই ভলো !

মামার বাড়ি

মোরা যাচ্ছি মামার বাড়ি,
চড়ে তিনটি চাকার গাড়ি ;
সামনে থেকে সর,—
তোরা, পালা যে যার ঘর !

দাঁড়িয়ে কেন পথটা জুড়ে,
নড়তে নারিস এমনি কুঁড়ে,
নাই কো কি রে ডর ?—
তোরা, সামনে থেকে সর !

ঢের বেড়েছে বুকের পাটা,
চাকার তলে পড়বি কাটা,
লুটবি ধূলির 'পর ;—
তোরা, সামনে থেকে সর !

গড়-গড়-গড় ছুটল চাকা,
দায় হল যে সামলে রাখা,
মরবি তবে মর !
না হয়, সামনে থেকে সর !
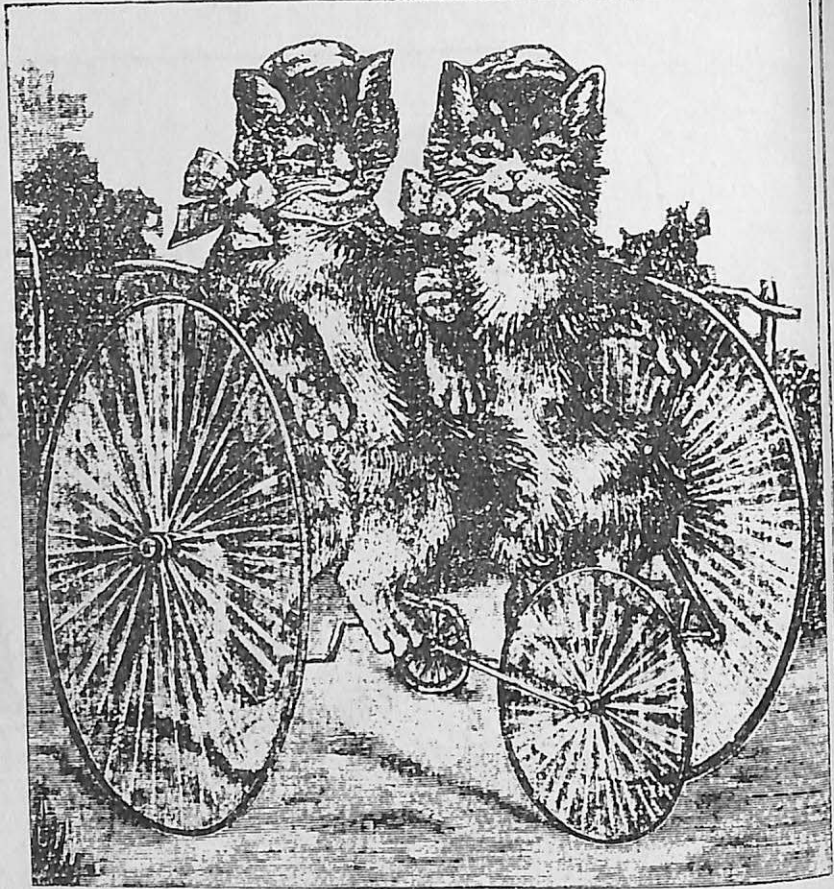
ছিচকাঁদুনে

সত্যি একটা ছেলে আছে, তাদের দেখলে রাগ ধরে। একটা কিছু হয়েছে, কি না হয়েছে, অমনি—ভ্যা—অ্যা—অ্যা— !

তাদের কাছে যাও, কি তাদের গায়ে একটু হাত দাও, অমনি কান্না। যেন কান্না না হলে এক দণ্ডও তাদের চলে না। ঘোষেদের ননী সেই রকমের ছেলে। ফণী তার খেলার গাড়ি থেকে ঘোড়াটা খুলে নিয়ে লুকিয়ে রেখেছে, আর ননীবাবু অমনি—ভ্যাঁ—অ্যা—অ্যা !
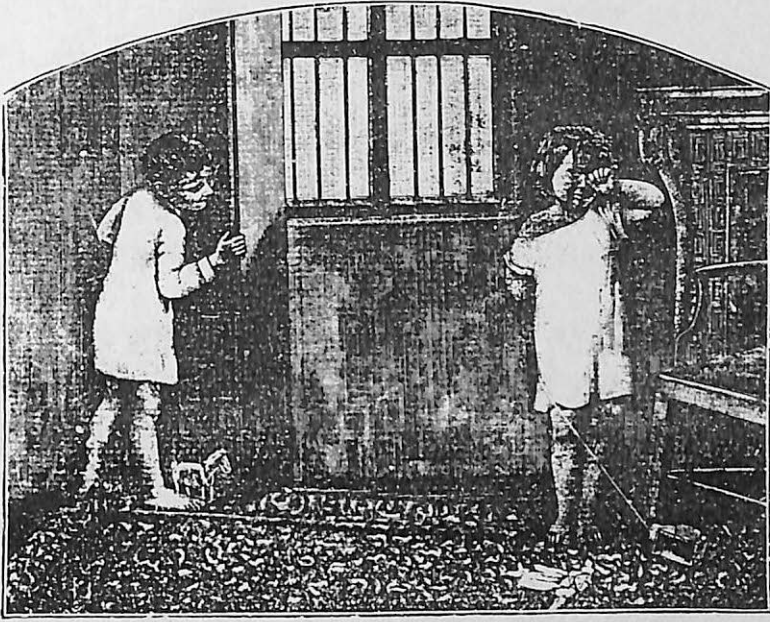
ফণীর কাজটা যে ভাল হয়েছে, তা বলছি না। কিন্তু ছেলেবেলা অমন একটু আধটু দুষ্টুমি সকলেই করে থাকে। যা হক এর জন্যে কান্না কেন! একটু এগিয়ে এসে দরজার পাশটা খুঁজলেই তো হত। ঐ তো ফণী দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাসছে। ফণী তো আর ঘোড়াটা খেয়ে ফেলেনি! তবে কাঁদবার কি দরকার! কথায় কথায় এত কাঁদলে সে কান্নার কোনই দাম থাকে না। বাপ-মায়েও বিরক্ত হন আর ভাই-বোনেরাও ক্ষ্যাপাতে থাকে ঃ—

'ছিচ্ কাঁদুনে নাকে ঘা,
রক্ত পড়ে চেটে খা।'

খোকার ভাবনা

হাসিমুখের হাসিটুকু
মুখেতে আজ নাই,
এ আবার কে এল হেথা—
ভাবছে খোকা তাই!

মুখখানি তার অমন কেন
হয়ে আছে ভার?
আজ বুঝি সে মায়ের কাছে
খুব খেয়েছে মর!

ক্ষিদের চোটে জ্বল্‌বে যখন,
খাবার কোথা পাবে?
আমার ভাগের দুধটুকু সে
কেড়ে বুঝি খাবে?

তা হবে না, তা হবে না—
বলছি বাপু আগে
খাবার কেড়ে নিলে আমি
ফেলবো কেঁদে রাগে!

ঘোড়া ঘোড়া খেলা

তোরা দেখবি যদি আয়,
তোরা দেখবি যদি আয়,
সখের ঘোড়া নেচে নেচে
পবন-বেগে ধায় ।

সাধ হয়েছে টুনুর মনে,
খেলবে ঘোড়া দাদার সনে
ছুটবে কেমন বাহার দিয়ে,
আমোদ কত তায়—
তোরা দেখবি যদি আয় !

তোরা দেখবি যদি আয়,
তোরা দেখবি যদি আয়,
সইস, হয়ে সাধের 'বুলি'
পিছু পিছু ধায় !

তিনটি ঘোড়া নূতন ঠাটে
খট-খটা-খট ছুটছে মাঠে,
হাতের জোরে লাগাম টেনে
সামলে রাখা দায়—
তোরা দেখবি যদি আয় ।

যেমন কুকুর তেমনি মুগুর

'আঃ, জ্বালিয়ে মারলে। একেবারে জ্বালিয়ে মারলে। নিরিবিলি বসে একটু মাংস খাব, তার যো-টি নেই। কেবল কা, কা। কেন বাপু,—কা, কা করবার আর কি জায়গা নেই ? এখানে কেন ? যাও না, যেখানে গেলে পেট ভরবার আশা আছে, সেখানে গিয়ে কা, কা কর গে না ! ভেবেছ কি মাংস পাবে ? সেটি হচ্ছে না। তোমাদের জিভ দিয়ে লাল ঝরছে, তা আমার কি !

—আরে মল, ওটা আবার কে ! শেষে আমার লেজের ওপরেই লোভ ! আচ্ছা, দেখাচ্ছি দাঁড়াও।

এই না ভেবে রাগে গর গর করতে করতে কুকুর যেই পিছনের কাকটাকে তাড়া করেছে, অমনি আর এক দিক থেকে কয়েকটা বড় বড় কাক এসে মাংসটা নিয়ে দে পিঠটান ! কুকুর ফিরে এসে দেখে মাংস নেই। আহা, বেচারার মুখের গ্রাসটা কেড়ে নিলে গো !

তখন কাকদের মজা দেখে কে। তারা এক এক কামড় খায় আর বলে ঃ—

"কা-আ—কা-আ—কা—
ঘরে ফিরে যা,
আপন লেজটি গালে পুরে
চেটে পুটে খা !"
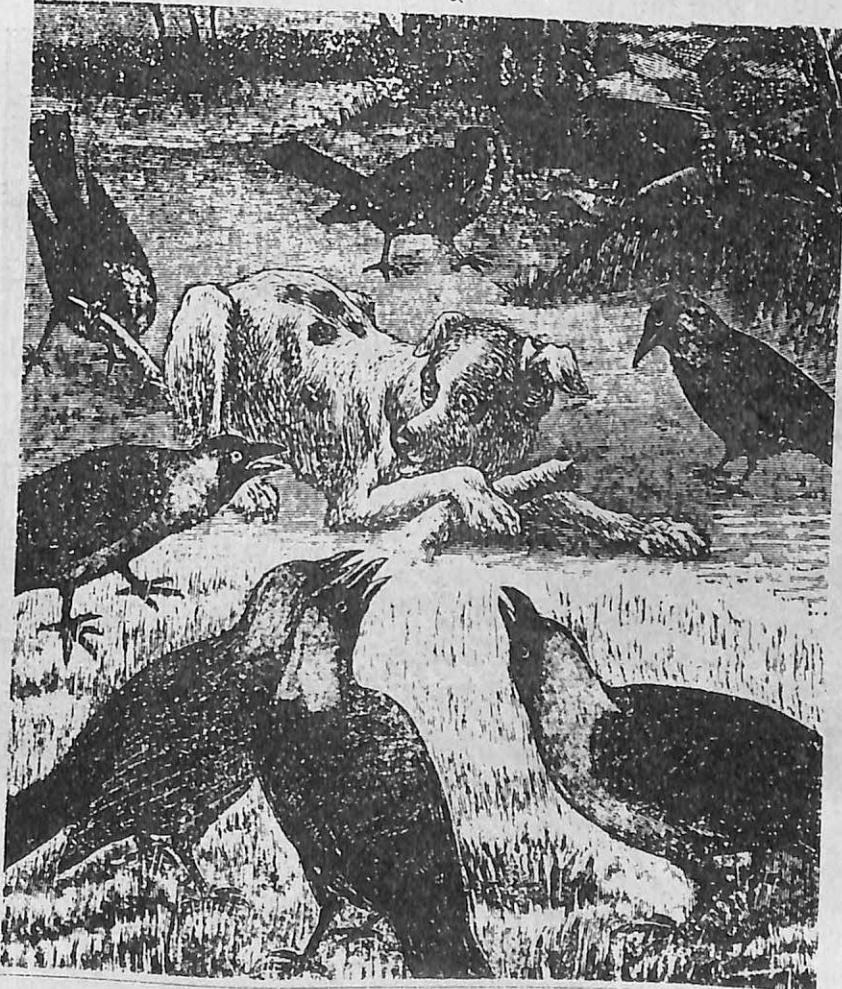
বেজায় বুদ্ধি

॥ ১ ॥

'বৃষ্টি ভেজা বেরিয়ে যাবে
ঠাণ্ডা লেগে শেষে,
হ্যাঁ-চো হ্যাঁ-চো হাঁচতে হবে,
প্রাণটা যাবে কেসে।'

॥ ২ ॥

মাথায় কেন নাই কো ছাতি
গরম কাপড় গায় ;
এমন দিনে জুতো মোজা
দাও নি কেন পায় ?

॥ ৩ ॥

ঝাঁপিয়ে পড়ো ডোবার জলে
আমার কথা রাখো—
পাঁকের ভিতর মুখটি গুঁজে
চুপটি করে থাকো।"

॥ ৪ ॥

'বা-বা-বা—ব্যাঙ মহাশয়,
বললে তুমি ঠিক।
বুদ্ধি এত যার না আছে
তার কপালে ধিক !
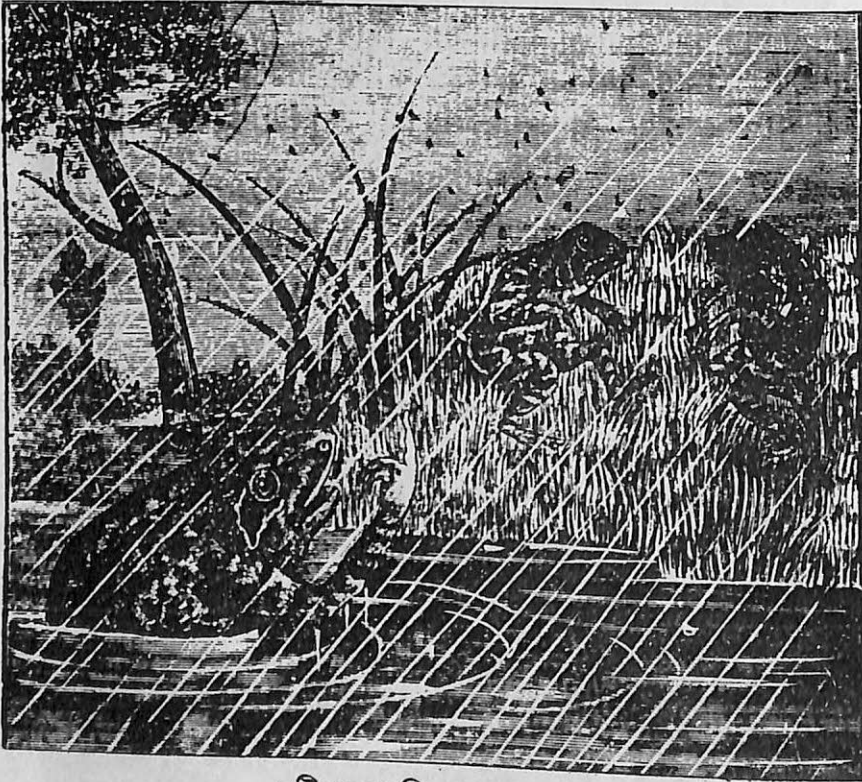
বৃষ্টি-জলে ভিজলে পরে
অসুখ হবার ভয়,
ডোবার জলে থাকলে ডুবে
শরীর ভাল রয় !'

চোরের শাস্তি

আরে কে ও, পুষিমণি যে ! ব্যাপারখানা কি ? তবে না তুমি ভারি সাধু ! ভেবেছিলে বুঝি, চুপি চুপি কাজটা সেরে মুখ মুছে ফেলবে। আহা, বাছার আমার সে সাধে বাদ পড়লো গো ! সত্যি হতভাগা ভাঁড়টার কি অন্যায়, দেখ দেখি ! ভেঙে কি না গলায় আটকে রইল ! পুষি তো আর চোর নয় ও শুধু দুধের গন্ধটা শুঁকে দেখছিল।

সেদিনও বুঝি মাছের মুড়োর গন্ধ শুঁকতে এসেছিলে ! গন্ধ শুঁকতে শুঁকতে মুখটা আপনা আপনি হাঁ হ'য়ে পড়ল আর মুড়োটা এক লাফে পেটের মধ্যে ঢুকে গেল, নয় ! আমি তখনি বলেছি এ নিশ্চয়ই পুষির কাজ। তা বাড়িসুদ্ধ কেউ শুনলে না। পুষি না কি ভারি সাধু ! মাঝে থেকে 'রাজা' কুকুরটাই মার খেয়ে ম'ল !

এবার কিন্তু আর ফাঁকি দেবার যো-টি নেই। হাতে হাতে ধরা পড়েছ। এখন ঠেলা সামলাও। আহা, বেচারার জাতও গেল, পেটও ভরল না—দুধটা তো পড়ে গেছেই, এখন লাঠিটা আসটা পড়তে বাকি আছে। চারু এসে যখন পিটের উপর দমাদ্দম লাঠি চালাবে, তখন চুরি বিদ্যে ঘুচে যাবে। চোরের শাস্তি হওয়াই উচিত।—

হাতে দড়ি, পায়ে বেড়ি, পড়বে এতদিনে,
এ সাধু যে কেমন সাধু ফেলবে সবাই চিনে।
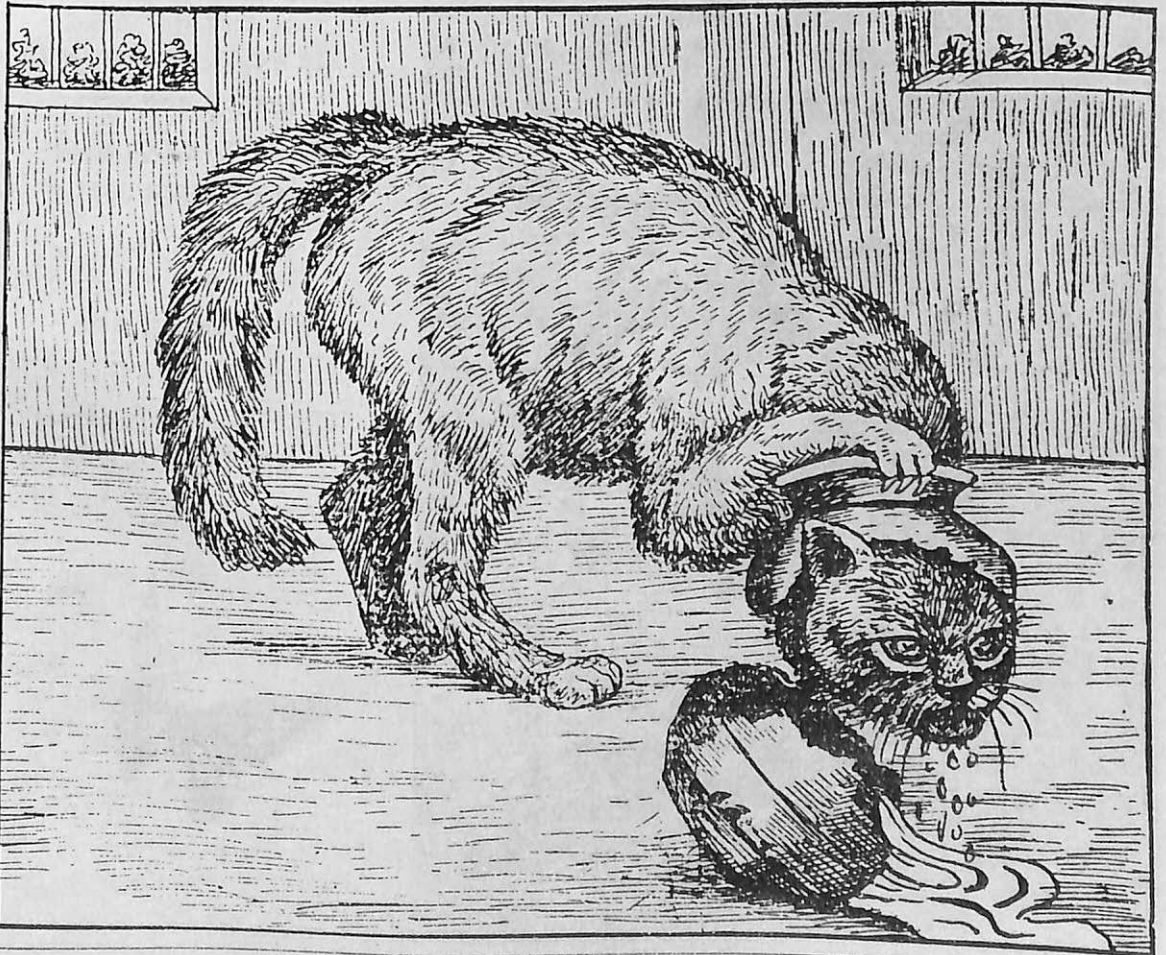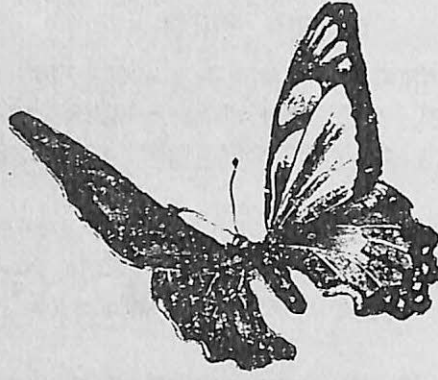
প্রজাপতি

॥ ১ ॥

ফুলের দলের প্রজাপতি
হাসির 'পরে হাসি !
এমন শোভা দেখতে আমি
বড়ই ভালবাসি !

॥ ২ ॥

উড়ে উড়ে কেমন তারা
বেড়ায় নেচে নেচে ;
ইন্দ্রধনু দিয়ে পাখা,
জান, কে এঁকেছে ?

॥ ৩ ॥

যাঁর দয়াতে গোলাপ ফোটে—
লোহিত বরণ মাখা,
যাঁর দয়াতে হাসির ছটায়
শিশুর আনন ঢাকা ।

॥ ৪ ॥

রবি-শশী ফুটিয়ে জগৎ
আলো করেন যিনি ;
প্রজাপতির পাখায় হেন
সাজ দিয়াছেন তিনি !

ফানুস

দেখতে বটে একটুখানি,
হাজার রঙের ঝকমকানি
এই ফানুসের গায়—
কে দেখবি ছুটে আয়।

এমন বাহার কে দেখেছে!
ইন্দ্রধনু হার মেনেছ,
ভুলটি নাহি তায়—
কে দেখবি ছুটে আয়!

টুনি পাখি

এক যে টুনি, তার ছিল এক বেগুন গাছ। সেই গাছে আঁকশি দিয়ে রোজ রোজ সে বেগুন পাড়ত। বেগুনের বোঁটায় কাঁটা থাকে, তা তো জান। একদিন হয়েছে কি, টুপ করে একটা বেগুন পড়ে টুনির পিঠে কাঁটা ফুটে গেল। অমনি ব্যথায় ছটফট করতে করতে সে নাপিতের বাড়ি ছুটল। নাপিত থাকত অনেক দূরে। যেতে যেতে পথেই রাত হয়ে পড়ল। নাপিত খেয়ে-দেয়ে শুয়েছে, এমন সময় টুনি গিয়ে দরজায় ঘা দিয়ে ডাকল—নাপিত ভায়া, নাপিত ভায়া, ঘরে আছে হে?

টুনীর বেগুন পাড়া

নাপিত। রাত্তিরেতে ডাকাডাকি
করছ তুমি কে?
টুনি। আমি টুনি পাখি।
একটা কাঁটা বের করে দেবে?
নাপিত। দূর বোকা, রাত্তিরে কি
কাঁটা বের করা যায়।
কাল সকালে আসিস।

"নাপিত ভায়া, নাপিত ভায়া, ঘরে আছ হে?"

নাপিতের উপর চটে গিয়ে টুনি রাজার কাছে নালিশ করতে গেল—

'রাজা মশাই, রাজা মশাই
আছ তুমি ঘরে ?'

"রাজা মশাই, রাজা মশাই,
আছ তুমি ঘরে ?"

রাজা। রাত দুপুরে কে ডাকাডাকি করে ?

টুনি। আমি টুনি পাখি। তুমি নাপিতকে মারবে ?—

দেয় না নাপিত কাঁটা তুলে,
পিঠটা আমার গেছে ফুলে।

রাজা। বাঃ, আমি কেন নাপিতকে মারবো ?

রাজার উপর চটে গিয়ে টুনি গেল লাঠির কাছে। 'লাঠি, লাঠি, তুমি রাজার পিঠে পড়বে ?—

রাজার নাপিত পায়না সাজা।
দেয় না নাপিত কাঁটা তুলে,
পিঠটা আমার গেছে ফুলে।'

লাঠি। আমি কেন রাজার পিঠে পড়বো ?

লাঠির উপর চটে গিয়ে টুনি গেল আগুনের কাছে। 'আগুন, আগুন, লাঠি পুড়াবে ?—

চায় না লাঠি মারতে রাজা,
রাজার নাপিত পায় না সাজা
দেয় না নাপিত কাঁটা তুলে,
পিঠটা আমার গেছে ফুলে।'

"লাঠি তুমি রাজার
পিঠে পড়বে ?"

আগুন। আমি কেন লাঠি পুড়াবো ?

আগুনের উপর চটে গিয়ে টুনি
গেল জলের কাছে।

জল, জল, আগুন নিবাবে ?—

আগুন নাহি পুড়ায় লাঠি।
চায় না লাঠি মারতে রাজা,
রাজার নাপিত পায় না সাজা
দেয় না নাপিত কাঁটা তুলে,
পিঠটা আমার গেছে ফুলে।'

আগুন আগুন, লাঠি-
পুড়াবে ?

জল। আমি কেন আগুন নিবাবো ?

জলের উপর চটে গিয়ে টুনি গেল হাতির কাছে। 'হাতি, হাতি জল শুষবে ?—

জল করে না আগুন মাটি,
আগুন নাহি পুড়ায় লাঠি।
চায় না লাঠি মারতে রাজা,
রাজার নাপিত পায় না সাজা
দেয় না নাপিত কাঁটা তুলে,
পিঠটা আমার গেছে ফুলে।'

"হাতী, হাতী, জল শুষবে ?"

"জল, জল, আগুন নিভাবে ?"

হাতি। আমি কেন জল শুষবো ?

হাতির উপর চটে গিয়ে টুনি গেল ইঁদুরের কাছে। 'ইঁদুর, ইঁদুর, হাতির দাঁত কাটবে ?—

"ইঁদুর, ইঁদুর, হাতীর দাঁত কাট্‌বে?"

লয় না হাতি জলটা শুষি।
জল করে না আগুন মাটি,
আগুন নাহি পুড়ায় লাঠি।
চায় না লাঠি মারতে রাজা,
রাজার নাপিত পায় না সাজা
দেয় না নাপিত কাঁটা তুলে,
পিঠটা আমার গেছে ফুলে।'

ইঁদুর। আমি কেন হাতির দাঁত কাটবো ?

ইঁদুরের উপর চটে গিয়ে টুনি গেল বিড়ালের কাছে। 'বিড়াল, বিড়াল, ইঁদুর মারবে ?—

"বিড়াল, বিড়াল, ইঁদুর মার্‌বে ?"

হাতির দাঁত না কাটে মুষি,
লয় না হাতি জলটা শুষি।
জল করে না আগুন মাটি,
আগুন নাহি পুড়ায় লাঠি।
চায় না লাঠি মারতে রাজা,
রাজার নাপিত পায় না সাজা।
দেয় না নাপিত কাঁটা তুলে,
পিঠটা আমার গেছে ফুলে।'

বিড়াল। আমায় যদি বাটি ভরে দুধ এনে দিস, তবে ইঁদুর মারি।

টুনি তখন উড়তে উড়তে গোয়ালা-বাড়ি গিয়ে বিড়ালের জন্যে এক বাটি দুধ এনে দিল। দুধটুকু খেয়ে,—এক লাফে যায় পুষি ইঁদুর মারিতে,

ইঁদুর ছুটিল হাতির দাঁত কাটিতে।
হাতি বলে সব জল লইব শুষিয়া,
জল বলে, আগুনের মাথা খাব গিয়া।
আগুন পোড়াতে লাঠি লাল হয়ে উঠে,
রাজাকে মারিবে বলে লাঠি যায় ছুটে।
রাজা বলে, নাপিতেরে দিব আজ শূলে,
চতুর নাপিত বলে, কাঁটা দিব তুলে।

—এই বলে নাপিত ভয়ে ভয়ে ছুটে এসে টুনির কাঁটা বের করে দিল। তার পর,—

টুনির জ্বালাও জুড়ল
আমার কথাও ফুরুল !

দুই ভাই

আমরা দুটি ভাই
শিবের গাজন গাই ;
একটি দুটি পয়সা পেলে
বাড়ি ফিরে যাই ।

কুমিরের বাপের শ্রাদ্ধ

কুমিরের বাপের শ্রাদ্ধ । বন থেকে দলে দলে পশুরা সব ফলার খেতে এসেছে । সিংহ, বাঘ, চিতা, শিয়াল, বিড়াল, ইঁদুর, ব্যাঙ—কেউ বাকি নেই । কুমিরের বাড়ির সামনে মস্ত উঠানে শামিয়ানা খাটান হয়েছে । তার নিচে এক দিকে সকলে বসেছে, আর এক দিকে পুরুত ঠাকুর আসন পেতে বসে, মাথা নেড়ে, টিকি দুলিয়ে কুমিরকে মন্ত্র পড়াচ্ছেন । শ্রাদ্ধের ঘটা দেখে কে !

এদিকে বেলা ক্রমে বেড়েই চলেছে । শেষে পুরুত যখন আসন ছেড়ে উঠলেন, তখন দুপুর বাজতে আর দেরি নেই । এত বেলায় কারো মুখে একবিন্দু জলও পড়েনি । আহা, শুকনো ঠোঁট চাটতে চাটতে বেচারাদের গলা পর্যন্ত শুকিয়ে উঠেছে ।

ইঁদুরের পেটের জ্বালা বড় বেশি । আর থাকতে না পেরে ব্যাঙটাকে ধরে সে টপ করে গিলে ফেলল । ব্যাপার দেখে বিড়াল তো চটে লাল । ফলার খেতে এসে এ রকম অভদ্রতা ! রাগে পুষি এমন ক্ষেপে উঠল যে, টুঁটি ছিঁড়ে ইঁদুরকে ভদ্রতা না শিখিয়ে কিছুতেই ছাড়লে না ।

তখন শিয়াল দেখলে হিসেব মত বিড়ালের মাংসে এখন শুধু তারই দাবি । সে দাবি কড়ায়-গণ্ডায় আদায় না করে সেই-ই বা ছাড়বে কেন !

এইবার চিতাবাঘের পালা । সে ভাবলে, 'আমি ভদ্রতাও জানি নে, দাবি-দাওয়াও বুঝি নে, আমি শুধু ধরবো আর টুঁটি ছিঁড়বো ! এই ভেবে শিয়ালকে জাপটে ধরে সে যা করলে তা বোধ হয় না বললেও চলে ।

চিতার কাণ্ড দেখে বাঘ একেবারে আগুন ! যত চুনোপুঁটি মজা লুঠবে, আর সে বসে বসে উপোস করবে ? বটে !—এর পর বাঘ যখন ফলারে মন দিলে, তখন চিতার ল্যাজের ডগাটুকুও বাদ গেল না !

পশুরাজ সিংহ আড়চোখে তাকিয়ে তাকিয়ে সব দেখছিলেন। ফলারের ব্যবস্থা দেখে শেষে তিনিও মেতে উঠলেন ! এর পর বাঘটাকে ছিড়ে-কুটে শেষ করতে তাঁর আর কতক্ষণ !

কুমির এতক্ষণে কোথায় লুকিয়েছিল, পশুরাজ খাওয়া-দাওয়া সেরে বসে আছে, এমন সময় সে এসে হাজির। ব্যাপার দেখে কুমির মহাখুশি। এই তো আসল ফলার ! একেবারে হেউ-ঢেউ কাণ্ড ! আয়োজন এমন প্রচুর যে, কারো একটা কথা বলবার যো-টি নেই !

কুমির ভাবলে, ভোজের ব্যাপার চুকেছে, এখন আমি নিজের যোগাড় দেখি। এই ভেবে পশুরাজকে সাপটে ধরে সে আপনার প্রকাণ্ড মুখের মধ্যে ফেলে দিলে। রাজা অনেক আপত্তি করলেন বটে, কিন্তু সবই মিছে। ক্ষিদেয় কুমিরের পেট চুপসে এতক্ষণ আমসি হয়েছিল, এখন সেটি ফুলে একেবারে ঢাকাই জালা ! তাকিয়া ঠেস দিয়ে বসে, পেটে হাত বুলাতে বুলাতে সে গুড়গুড়ি টানতে লাগল।

ব্যাপার দেখে পুরুত মশাই হতভম্ব। ভাগ্যে তিনি ফলার খেতে আসেন নি ! ফলারে এলে তাঁর আজ কি দশাই না হ'ত ! তিনি ডালে ডালে লাফ মারেন আর ভাবেন ঃ—কুমিরের বাড়ি নেমন্তন্ন সহজ কথা নয়,

বিনা আয়োজনে সবাই পরিতুষ্ট হয়।
যার পেটেতে যত ধরে, করলে উদরসাৎ,
ঝড়তি-পড়তি খেয়ে কুমির পেটে বুলায় হাত।

দুম-দুমা-দ্দুম-দুম্
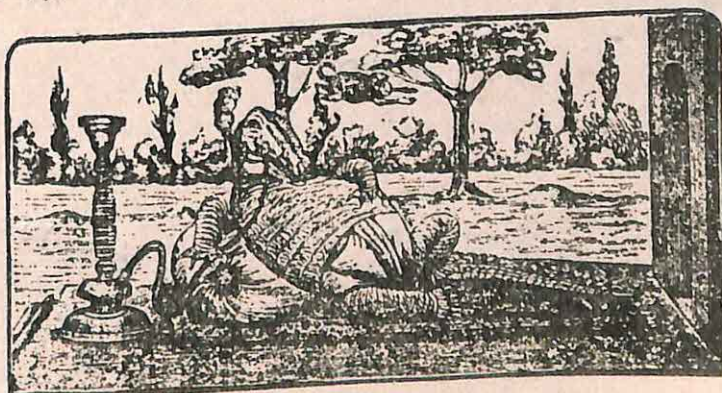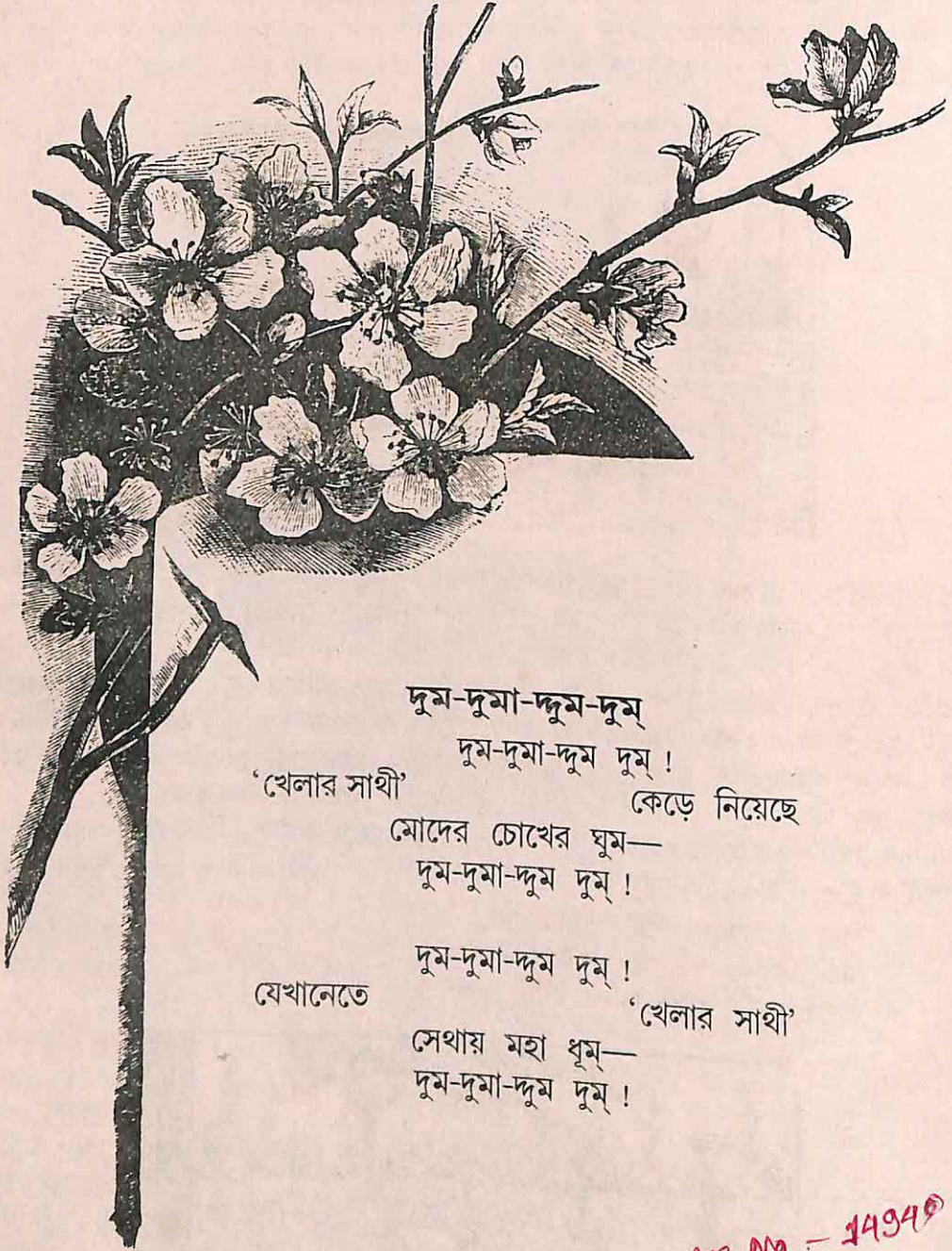
দুম-দুমা-দ্দুম দুম্ !
'খেলার সাথী' কেড়ে নিয়েছে
মোদের চোখের ঘুম—
দুম-দুমা-দ্দুম দুম্ !

দুম-দুমা-দ্দুম দুম্ !
যেখানেতে 'খেলার সাথী'
সেথায় মহা ধূম্—
দুম-দুমা-দ্দুম দুম্ !

প্রকাশক :
রবীন বল
শৈব্যা প্রকাশন বিভাগ
৮৬/১ মহাত্মা গান্ধী রোড,
কলিকাতা ৯

দাম : ৫ টাকা।

মুদ্রাকর :
ক্যালকাটা আর্ট ষ্টুডিও প্রাঃ লিঃ
কলিকাতা-১২